।। সংকলন প্রসঙ্গে ।।

আলাপচারিতায় যে-কোনো ব্যক্তির রূপ-পরিগ্রহ অনেকবেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়; আর সে-আলাপচারিতা কোনো চিত্রতারকার হলে তাতে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায় এবং সমৃদ্ধির প্রশ্নে তাতে উপাদানের পরিমাণও যথেষ্ট। এই সংকলনে কতিপয় সুবিদিত চিত্রতারকার একান্ত আলাপচারিতা বিধৃত— যাঁদের অনেকেই চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগে।

আমাদের সকলেরই জানা, এদেশে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ ও সবাক যুগের মধ্যে কৌশলগত ব্যবধান বিস্তর এবং নির্বাক যুগের অধিকাংশ তথ্যই সবাক যুগের তুলনায় অপ্রতুল এবং অস্পষ্ট। সেক্ষেত্রে তৎকালীন চিত্রতারকাদের মৌখিক আলাপ নির্বাক যুগের অনেক ছবিই স্পষ্ট করে তোলে এবং নির্বাক ও সবাক যুগের সন্ধিক্ষণে তা অন্য মাত্রা জোগায়।

এই আলাপচারিতার মাধ্যমে শুধুমাত্র তৎকালীন চিত্র-জগতের খোঁজই আমরা পাই না, সাথে তৎকালীন সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের চিত্রও ফুটে ওঠে। এছাড়াও জনপ্রিয় ও সুবিদিত চিত্রতারকাদের অভ্যাস-অনুশীলন, রোজকার জীবন, সংসারযাপন, তাঁদের শিক্ষাবিস্তার, পরিবার-পরিজন, পোশাক-অভিরুচি এমনকি ধর্মীয় মনোভাবও সুস্পষ্ট ধরা দিয়েছে তাঁদের এই একান্ত আলাপ-আলোচনায়। আলাপচারিতায় তাঁরা তুলে ধরেছেন আগামীদিনে চলচ্ছবির গুণগত মানবৃদ্ধির রূপরেখা, পরামর্শ দিয়েছেন ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের, আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চিত্রকারদের কাহিনিবিবর্জিত ছবি নির্মাণের প্রবণতা নিয়ে, আবার আশায় বুক বেঁধেছেন বাংলা ছবির বিশ্বায়নের স্বপ্নে।

অহীন্দ্র চৌধুরী কোমরজল ভেঙে ময়দানে যেতেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে, 'আমোদ' নামে একটি পত্রিকায় মলিনা দেবী ছোটোবেলায় পূর্ণিমা দেবী ছদ্মনামে কতকগুলো গান লিখেছিলেন, জহর গাঙ্গুলী প্রারম্ভে অভিনয় করে মাসিক পনেরো টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন, পাহাড়ী সান্যালের 'হবি' ছিল ফ্রেঞ্চ পড়া ও আড্ডা দেওয়া, সুনন্দা দেবী 'নীহারিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, শ্রীমতী মণিকা গুহঠাকুরতা প্রখ্যাত পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী তথা চলচ্চিত্র-জগতে সুবিদিত 'ডি.জি.'র কন্যা, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় ছবি বিশ্বাসকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, লেখক ও পরিচালক শ্রীরণজিৎ মুখার্জী ছিলেন উত্তমকুমারের অভিনয়-জগতে আসবার প্রেরণাদাতা, 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে 'মিনি'র ভূমিকায় শিশুশিল্পী টিঙ্কু দে-কে আবিষ্কার করেছিলেন ওই ছবিরই আরেক অভিনেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দে— এমনই নানান জীবনকাহিনি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত চিত্রতারকাদের আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই সংকলনে গ্রন্থিত চিত্রতারকাদের সাক্ষাৎকারগুলি ১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বাসুমতী'র বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা সর্বমোট চল্লিশজন তারকার সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করতে পেরেছি। উক্ত চল্লিশটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে সাঁইত্রিশটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী এবং বাকি তিনটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সংকলনটি সচিত্র এবং স্থিরচিত্রগুলি বসুমতী পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকারগুলি থেকেই সংগৃহীত। কয়েকজনের ক্ষেত্রে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলির পুনর্মুদ্রণে সৌজন্যমূলক অনুমতিকল্পে আমরা 'বসুমতী'র দপ্তর, 'ক্যালকাটা প্রেস ক্লাব', 'ক্যালকাটা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন', 'সিনে মুভি ক্লাব' এবং সম্ভাব্য নানা স্থানে অনুসন্ধান করেও শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। সুহৃদ পাঠক বা সংস্কৃতি জগতের কেউ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিলে কৃতার্থ হব।

এই সংকলনে চিত্রতারকাদের আলাপচারিতার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। চিত্রতারকাদের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের 'সোনার দাগ', শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা চলচ্চিত্র অভিধান' ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান' বই তিনটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আধুনিক বানানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঞ্চাশের দশকে মুদ্রিত সাক্ষাৎকারগুলির বানানের বেশ কিছু পরিবর্তন করা হল।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর গবেষক শ্রীসৌম্য বসুকে। তিনিই প্রথমে সাক্ষাৎকারগুলির খোঁজ দিয়েছেন এবং সংকলনটির যথাযথ রূপদানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই ডা. বিধান চন্দ্র রায় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীবৃন্দকে।

বিকাশ সংকলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। শব্দ প্রকাশনের সকল কর্মীবৃন্দের প্রতি রইল সকৃতজ্ঞ শুভ কামনা। বিশেষভাবে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত রায়কে।

পাঠক-পাঠিকা নির্মোহ সমালোচনায় উক্ত সংকলনটি গ্রহণ করলে আমাদের পরিশ্রম সর্বান্তকরণে সার্থক হবে। নমস্কার।

সুজয় ঘোষ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

আলাপচারিতায় যাঁরা

অহীন্দ্র চৌধুরী	১১
মলিনা দেবী	১৭
জহর গাঙ্গুলী	২২
পাহাড়ী সান্যাল	২৬
সুনন্দা দেবী	৩২
ধীরাজ ভট্টাচার্য	৩৭
চন্দ্রাবতী দেবী	৪৩
কানন দেবী	৫০
মণিকা গুহঠাকুরতা	৫৪
ছবি বিশ্বাস	৫৮
অনুভা গুপ্ত	৬৩
অরুন্ধতী মুখার্জী (দেবী)	৬৮
বিকাশ রায়	৭২
বিনতা রায়	৭৬
সরযূ দেবী	৮০
উত্তমকুমার	৮৪
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	৮৯
অপর্ণা দেবী	৯৪
শিপ্রা দেবী (মিত্র)	৯৯
রবীন মজুমদার	১০৪

পদ্মা দেবী	১০৮
তপতী ঘোষ	১১৩
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
অসিতবরণ মুখার্জী	১২২
নীতীশ মুখোপাধ্যায়	১২৭
ভারতী দেবী	১৩২
কমল মিত্র	১৩৬
ছায়া দেবী	১৪১
রেখা দেবী	১৪৬
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫১
বসন্ত চৌধুরী	১৫৫
শুক্লা সেন	১৬০
শোভা সেন	১৬৪
দেবযানী (ঊষা খাঁ)	১৬৯
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৪
জয়শ্রী সেন	১৮০
সুমিত্রা দেবী	১৮৫
জহর রায়	১৯১
মঞ্জু দে	১৯৬
অসীমকুমার	২০১

অহীন্দ্র চৌধুরী

১৮৯৫ সালের ৬ আগস্ট (মতান্তরে ৪ আগস্ট) কলকাতায় অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম। বাবার নাম শ্রীচন্দ্রভূষণ চৌধুরী। বাল্যে অহীন্দ্র চৌধুরী লন্ডন মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করেন। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। ভবানীপুর বান্ধব সমাজের যাত্রাভিনয় দিয়েই তাঁর অভিনয় জীবনের হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে সুঅভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আর্ট থিয়েটারে তাঁর মঞ্চাভিনয় শুরু হয়। ১৯২১ সালে 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট' নামে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন তাঁরা কয়েকজন বন্ধু মিলে। তাঁরই লেখা 'সোল অফ এ স্লেভ' বইখানি চিত্রায়িত করেন এবং তিনি তাতে ধর্মপালের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এটিই তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি। ১৯২৩